দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

32

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সমস্যা

সরকার ১৯৯৩ সাল থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং 'ড্রপ আউট' (ঝরে যাওয়া) কমিয়ে আনা।

চারটি মেট্রোপলিটান সিটি বাদে দেশের ৪৬০টি থানার একটি করে ইউনিয়নকে এ কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। এসব ইউনিয়নের প্রতিটি সরকারি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি করে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মাঝে মাসে ১৫ কেজি করে গম বিতরণ করা হচ্ছে।

গ্রামের দরিদ্রতম-জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ কিছুটা হলেও উজ্জ্বল করার ভরসায় সরকার কর্তৃক গৃহীত এ কর্মসূচীটি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। সরাসরি খাদ্যশস্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকে আকর্ষণীয় করার এ নীতি দু'দিক দিয়ে ফল দেবে বলে আমাদের ধারণা। এক, অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের পিতামাতার সহযোগী কাজে কিংবা শিশুশ্রমের বাজারে ভিড় জমানোর অমানবিক পরিস্থিতি কিছুটা হলেও কমে আসবে। দুই, সরকারি পর্যায় থেকে গ্রামে খাদ্যশস্য বিতরণের নিয়মিত ও জরুরী কাজটিকে শিক্ষার মতো হাতিয়ারের সাথে যুক্ত করায় তা দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী কিছুটা তার প্রকৃতির কারণে আর কিছুটা প্রয়োগজনিত কারণে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

দেশের চারটি মেট্রোপলিটান সিটিকে এ কর্মসূচীর আওতায় না নেয়ার যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য। বাকি ৪৬০টি থানার একটি করে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নকে টার্গেট করা হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য এভাবে নীতি নির্ধারণেরও হয়ত যুক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ ইউনিয়নকে বেছে নেয়া হবে অন্যগুলোকে বাদ দিয়ে? নিশ্চয়ই সবচেয়ে অবহেলিত ও দরিদ্র ইউনিয়নকে। এটি বের করার মানদন্ড কি, এ নিয়ে শুরু হয়েছে তর্ক। কোন একটি ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হলে অন্যান্য ইউনিয়নের লোকেরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। অনেকে আবার এর মধ্যে রাজনীতি ও নির্বাচনী কৌশলও আমদানি করেছে। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টার দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় একই সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

নির্বাচিত ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোর সকল ছাত্রছাত্রীকে গম দেয়া হচ্ছে না। এতে যারা গম পাচ্ছে ও যারা গম পাচ্ছে না তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে বিভেদ। তার ওপর এখানেও থেকে যেতে পারে বাছাইয়ের সমস্যা, কাজ করতে পারে স্বজনপ্রীতি। আমাদের প্রশাসন ও সংস্কৃতিতে এ সংকট তো আছেই। সহযোগী একটি দৈনিকের রিপোর্টার গাজীপুর গিয়ে দেখে এসেছেন, লোকেরা বলছে প্রকৃত গরিব ছেলেমেয়েদের পরিবার নাকি গম পাচ্ছে না। এই অভিযোগ কতখানি সত্য তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক। সরকারের মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থাকে যে আমরা কোন ক্ষেত্রেই দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ করতে পারিনি, সে কথা স্বীকার করে নিয়ে এগুনোই ভালো।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীটি যখন ঘোষণা করা হয়, তখনই এর বিভিন্ন দিক নিয়ে এসব প্রশ্ন উঠেছিল। সরকারের নীতি নির্ধারক ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতার আলোকে এখন নিশ্চয় এসব খতিয়ে দেখবেন। কর্মসূচীটিকে দক্ষ ও কার্যকর করে তুলতে হলে এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব সন্দেহ ও বিতর্ক উঠছে তার প্রতিকার ও যথার্থ জবাবদিহি করা প্রয়োজন। সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে এবং দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে সবচেয়ে গরিব ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ইউনিয়ন বাছাই করে এই কর্মসূচীটি প্রয়োগ করেন তাহলে বিতর্ক অনেক কমবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য আরও খাদ্যশস্য সরবরাহ করার প্রচেষ্টা চালানোও দরকার। গ্রামে খাদ্যশস্য সরবরাহের অন্যান্য কর্মসূচী, যথা কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি'তে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে, পল্লী রেশনিং পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে বরাদ্দ বাড়ানো যেমন প্রয়োজন, তেমনি সম্ভবও।